দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৮ ৬

# চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

## কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রেল ষ্টেশন প্রসঙ্গে

গত মধ্য ফেব্রুয়ারীতে ময়মনসিংহ রেল ষ্টেশনে এক অপ্রীতিকর ঘটনার জের হিসেবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র গ্রেফতারসহ বিশ্ববিদ্যালয় রেল ষ্টেশন বন্ধ করে দেয়া হয়।

ঐ ঘটনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র জড়িত ছিল না। স্থানীয় প্রশাসন তদন্তের মাধ্যমে এর সত্যতা স্বীকার করেছেন এবং কয়েক মাস পূর্বেই গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আজও কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয় রেল ষ্টেশনটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কেনই বা ষ্টেশনটিকে ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। তা হলে কি ষ্টেশনটির আর প্রয়োজনীয়তা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রছাত্রীই ট্রেনযোগে যাতায়াত করে থাকে। স্থানীয় জনগণসহ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারীদের যাতায়াতের মাধ্যমও এই রেলপথ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরস্থ ষ্টেশনের দূরত্ব পৌনে চার মাইল। এতেই প্রমাণিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেশনটির গুরুত্ব অনেক।

ষ্টেশনটির প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজ কয়েক দিন ২ মিনিট করে ট্রেন থামিয়েছে। তবুও ষ্টেশনটি চালু করা হয়নি।

মো: আবদুস সামাদ,
৩২৭/শ, না আহ হল,
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

## প্রকাশিত বক্তব্যের প্রতিবাদ

কোয়ালিশন ক্লিনিক নারায়ণগঞ্জ, একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। গত ৭ বছর যাবৎ ক্লিনিকটি মহিলাদেরকে পরিবার পরিকল্পনার সকল প্রকার ব্যবস্থা এবং মা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করে আসছে। এছাড়া গত ৪ বছর যাবৎ মা ও শিশুদের রোগ প্রতিরোধক টিকা ও ইঞ্জেকশন সফলতার সাথে দিয়ে আসছে। কর্মসূচী শুরুর প্রথমদিকে সপ্তাহে ১ দিন এই টিকা দেয়া হতো। বর্তমানে গ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ক্লিনিক সপ্তাহে ১ দিনের পরিবর্তে ২ দিন এই টিকা ও ইঞ্জেকশন দিচ্ছে। ক্লিনিকে টিকাদানের দিন গড়ে ১৫০ জন গ্রহীতা আসেন। যেহেতু ক্লিনিকের লক্ষ্যমাত্রা ১০০ জনসেই জন্য সকলকে টিকা দেয়া সম্ভব হয় না। তবে তাদেরকে পরবর্তী দিন আসতে বলা হয়। সকাল ৭-৩০ মিনিট থেকেই গ্রহীতাদেরকে টোকেন দেয়া হয়। কিন্তু ক্লিনিক এই টিকা এবং ইঞ্জেকশন পায় সরকারী অফিস থেকে এবং সরকারী অফিস খোলে সকাল ১০টায়। ফলে গ্রহীতাদেরকে ৩/৪ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। গ্রহীতাদের এই অসুবিধার ব্যাপারে ক্লিনিকও সচেতন। বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে যেখানে সেবা পাওয়ার সুবিধা অত্যন্ত কম সেখানে এর চাইতে কম সময়ে সেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অদূর ভবিষ্যতে ক্লিনিকের কর্মীসংখ্যা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। আশা করা যাচ্ছে, তখন গ্রহীতাদেরকে এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। একজন পার্টটাইম ডাক্তার সপ্তাহে ৩ দিন রোগী দেখেন। বিনা নোটিশে কখনও শিশুদের চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়ার ঘটনা এই ক্লিনিকে ঘটেনি। তবে অনিবার্য কারণে একদিন মায়েদের চিকিৎসা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ক্লিনিক সবসময়ই গ্রহীতাদের কাছ থেকে তাদের সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য আগ্রহী। ভবিষ্যতে যে কোন সুবিধা অসুবিধার জন্য প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জাহানারা সাদেক, পক্ষে
ম্যাণ্ড্রো মোস্তফা কবির, নির্বাহী পরিচালক, ৭/৬, ব্লক এ, লালমাটিয়া, ঢাকা।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষা আগামী ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৭ তারিখে আরম্ভ হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ আর মাত্র দেড় মাস বাকী। নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট একটি নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু দেশে সাম্প্রতিক বন্যার ভয়াবহতার দরুন অধিকাংশ পরীক্ষার্থী আসন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বহুদিন যাবৎ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারছে না। কারণ দেশের অধিকাংশ ঘরবাড়ী এখন বন্যার পানির নীচে। এই বন্যার ভয়াবহতা আর কত দিন থাকে বলা যায় না। এমতাবস্থায় ভয়াবহ বন্যার দরুন ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় যে সময়টুকু ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য পরীক্ষার্থীদের সময় দেয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

সেহেতু পরীক্ষার্থীদের আসন্ন পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে নতুন করে তারিখ ঘোষণা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জোর অনুরোধ করছি, যাতে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার সময় পায়।

মো: আবদুল বাতেন, জি-২/৪, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, ষ্টাফ কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭।